37

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্র•ধা•ন•প্র•তি•বে•দ•ন

উচ্চশিক্ষায় আসন সঙ্কট

৮৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

আর ক'দিন পর শুরু হবে দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার প্রতিযোগিতা। এ বছর পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৪২ হাজার ৯শ' ৬০ জন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পার হবার পর স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসন ক্ষমতা প্রায় ১ লাখ ৫৭ হাজার। ফলে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ বছর প্রায় ৮৬ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

পরিসংখ্যানে জানা গেছে, দেশে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৮ শতাধিক। এর মধ্যে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ৭টি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১টি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১টি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ১৮টি, মেডিক্যাল কলেজ ১৩টি, সরকারী বিআইটি ৪টি, সরকারী ডেন্টাল কলেজ ১টি, বেসরকারী ডেন্টাল কলেজ ২টি, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ৬টি এবং অনার্স কলেজের সংখ্যা ৩৯টি। সরকারী ডিগ্রী কলেজ ২শ' ২১টি, বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ৩শ' ৮৮টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৫৭ হাজার। এর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় অর্ধশতাধিক সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট ও বিআইটিতে আসন সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। অনার্স কলেজগুলোতে আসন রয়েছে প্রায় ২০ হাজার। প্রায় ৫১ হাজার আসন রয়েছে সরকারী ডিগ্রী কলেজে। বেসরকারী ডিগ্রী কলেজে আসন সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার।

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ, বিআইটি ও অনার্স কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। এ বছর পাঁচ বোর্ডে প্রথম বিভাগে পাস করেছে ৪৭ হাজার ৫শ' ৭৪ জন শিক্ষার্থী। প্রথম বিভাগ পেয়েও প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থী এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।

অথচ গত বছর ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। সে সময় পাঁচ বোর্ডে পাস করে ১ লাখ ২৭ হাজার ৪শ' ৬৪ জন। যা এ বছরের প্রায় অর্ধেক। গত বছর স্নাতক স্তরে আসন ক্ষমতার চেয়ে ৩০ হাজার শিক্ষার্থী কম পাস করে। আবার ৯৫ সালে সারা দেশে পাস করেছিল ২ লাখ ১৭ হাজার ৫শ' ৪৬ জন শিক্ষার্থী। তখন সারা দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন ক্ষমতা ছিল ১ লাখ ৫৪ হাজার। যে কারণে প্রায় ৬৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার সুযোগ ছিল না। বস্তুত এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির প্রতিযোগিতা থাকবে তীব্র।

মহিউদ্দিন আহমেদ সুমন